নারীর গর্ভপাতের বৈধতায় আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট

অ্যাবরশন তো আজকাল কোনো ব্যাপারই নয়। সন্তান প্রয়োজন নেই, চলে যাও অ্যাবরশন ক্লিনিকে। একটি মেয়ে বিস্ময়ভরা অবয়বে গিয়ে ফিরে এলো স্বস্তির মুখাভায়। একটা হত্যাকাণ্ড নয়, ঘটলো আরো একটা হত্যাকাণ্ড। গর্ভের ভ্রূণ হত্যা করে মেয়েটি তার বিবেক, মূল্যবোধ আর আত্মসম্মান বোধকে হত্যা করল। জীবিতকালে এক সাক্ষাৎকারের গর্ভপাত প্রসঙ্গে মাদার টেরেসা উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। আমাদের দেশে গর্ভপাত আইন এখনো নিষিদ্ধ। এরপরও একেবারে যে অবৈধ গর্ভপাত প্রতিনিয়ত ঘটছে না, তা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। অনেক মেয়েই এখন অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অনায়াসে মুক্তি পাচ্ছে।

অ্যাবরশন বা গর্ভপাত ভ্রূণ হত্যা নামে অভিহিত এবং তা হত্যার শামিল। মা হওয়া কি সব সময় আনন্দ এবং সুখের হয়! নিয়ন্ত্রিত পরিবারের বাইরে বাড়তি কোনো মাতৃত্ব নিশ্চয়ই আনন্দময় ঘটনা নয় অথবা যে মেয়েটি সরল মনে ভালোবেসে প্রেমিকের কাছ থেকে প্রবঞ্চিত হয় কিংবা অন্য কোনো পুরুষের নষ্ট হাতের ছোঁয়ায় লাঞ্ছিত হয়ে গর্ভবতী হতে হয়েছে তার এই প্রথম অনিচ্ছাত্বেও মাতৃত্ব হওয়া– এটা নিশ্চয়ই খুব একটা আনন্দ বা সুখের অভিজ্ঞতা নয়। আমাদের সমাজে গর্ভপাত যদিও আইন সঙ্গত অধিকার পায়নি তবুও অনেক নারী শুধু 'মা' হওয়ার হাজারো সমস্যা এড়াতে অবৈধভাবে বার বার গর্ভপাত করায় চিন্তা-চেতনা, বিবেকহীন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে। এই যে বিকৃত সুখ, আনন্দ এবং বিবেকহীনতাও কি এক ধরনের পাপ নয়? অন্যায় পাপ ও বিকৃত আনন্দের এই নষ্ট টানাপড়েনের আমাদের সমাজে গোপন একটি চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ওই সব পাপ রোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে ব্যাঙের ছাতার মতো অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো।

যে মেয়ের কাছে মাতৃত্ব হয়ে উঠতে পারতো আনন্দ ও গর্বের এবং শিশুকে নিয়ে মায়ের প্রাণ জুড়াতো তাকে যখন বিসর্জন দিতে হয় শুধু ঘটে ধরা সামাজিক জটিলতাগুলো পাশ কাটতে ও সামাজিক স্বীকৃতির কারণে। তখন কি ওই মেয়ের বুকের ভেতর কোথাও রক্তক্ষরণ হয় না? সামাজিক কুৎসিতাকে ধামাচাপা দেয়ার ও 'সামাজিকতা' বজায় রাখার জন্য একটি গোপন হত্যার দায় বর্তায় না নিজের ওপর?

আইনের দৃষ্টিতে গর্ভপাত অবশ্যই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে কোনো গর্ভবতী নারীর জীবন রক্ষায় গর্ভপাত করা জরুরি হয়ে দেখা দিলে তা বেআইনি নয়। গর্ভবতী নারীর জীবন রক্ষার জন্য নয়, এমনিতেই স্বেচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত ঘটানো বেআইনি। এক কথায়, গর্ভধরিণীর জীবন রক্ষার সদুদ্দেশ্য ছাড়া ভ্রূণ হত্যা খুনের সমান। গর্ভপাতের ধরন অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির ভিন্নতা রয়েছে। গর্ভবতী নারী যদি শিশুর বিচরণ অনুভব করে, এমন গর্ভপাতের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। গর্ভবতী নারীর বিনা অনুমতিতে গর্ভপাত করালে ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। একই সঙ্গে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

শুধু যে অবিবাহিত মেয়েরাই ভ্রূণ হত্যা করে তা নয়। বিবাহিত যারা তাদেরও অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর

মৃত্যুর পর বা কোনো অসতর্কতায় কেউ অন্তঃস্বত্ত্বা হলে একই ধরনের ঝামেলা ও বিপন্নতা সৃষ্টি হয়। এমন বিপদ সমুদ্রে একমাত্র অ্যাবরশন ক্লিনিকগুলোই হয় লাইট হাউস। আমাদের দেশে যেহেতু এখনো 'গর্ভপাত বৈধতার ছাড়পত্র পায়নি শুধু এ জন্যই অবৈধ গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অনেক মেয়ের জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভে গেছে হাতুড়ে ডাক্তারের কারণে। তবে এখন কিছুটা হলেও মৃত্যুর হার কমেছে ক্লিনিক হওয়ায়। যারা খুব বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করতে হাতুড়ে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয় তাদের সংখ্যা অনেক কম।

গর্ভপাত পৃথিবীর অনেক দেশে বৈধকরণ হয়েছে। যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে গর্ভপাতের কেউ সমর্থন করেন না তবুও জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো না কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার পরও যদি কোনো নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং আরেকটি সন্তানের জন্য যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে তখন সে কি করবে! নিশ্চয়ই বৈধতার অভাবে অবৈধ গর্ভপাতের আশ্রয় নেবে। ফলে তাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কেননা হয় সে ভালো ডাক্তার পাবে না অথবা ভালো ডাক্তার পেলেও ওই অবৈধ গর্ভপাতের জন্য তাকে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। আমাদের দেশে অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলেন ভ্রূণ হত্যা মহাপাপ। এ কথা অস্বীকার করছি না। তাই বলে যে ভ্রূণের অস্তিত্ব আসেনি তাকে গর্ভপাত করা নিশ্চয়ই ভ্রূণ হত্যার শামিল হবে না। জীববিজ্ঞানীদের মতে, যখন কতকটি কোষের সমন্বয়কে সন্তান বলা চলে না তখন গর্ভসঞ্চায়ের ৮ সপ্তাহ অথবা ১২ সপ্তাহের মধ্যে যদি কোনো গর্ভপাত ঘটানো হয় তবে তাকে অবৈধ গর্ভপাত বলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্মতিতে যদি এমন কিছু করা হয় তাহলে এতে সরকারি বিধিনিষেধ থাকাও যুক্তি সঙ্গত নয়।

বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাতের সংখ্যা বাড়ছে। অসতর্কতা এবং অনাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব এড়াতে গর্ভপাতের দ্বারস্থ হয় অধিকাংশ নারী। অনতিক্রম্য পরিস্থিতিতে গর্ভপাতের স্বীকৃতি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাত আইন মানা হচ্ছে না। বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে ভ্রূণ হত্যা করা হয় যেমন– বিশেষ কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে গর্ভপাত করাতে বাধ্য হয়? অনেক সময় এমন হয়, সন্তানের জন্ম যেখানে মায়ের মৃত্যু ঘটাতে পারে বা কোনো ধর্ষিত মেয়ে যখন অবাঞ্ছিত ভ্রূণ ধারণ করে কিংবা কোনো কুমারী মেয়ে যখন প্রেমের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ে সেসব ক্ষেত্রে ভ্রূণ হত্যার নৈতিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু যখন দেখা যায়, একই মেয়ে বার বার ভ্রূণ হত্যা করে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আবারও সে জৈবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করছে। এক্ষেত্রে কি একবারও ওই নারীর মনে হয় না এই ভ্রূণ হত্যা নৈতিক অপরাধ? পাশাপাশি এটাও সত্য সবক্ষেত্রে ওই অপরাধ বা পাপের কথা ওঠে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে গর্ভপাতকে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং সেভাবে আইনের সংশোধন করা উচিত। তবে যেসব কারণে গর্ভপাত বৈধকরণ করা উচিত–

এক. স্বাস্থ্যগত ও মানসিক কারণে।

দুই. দুই বা ততোধিক সন্তানের মাতার বেলায়।

তিন. বংশগত কোনো ব্যাধির কারণে সন্তানের বিকলাঙ্গ অথবা রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে।

চার. স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্মতিক্রমে ৯০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত ঘটাতে ইচ্ছা করলে।

পাঁচ. কোনো অনিচ্ছাকৃত অপরাধের শিকার হয়ে গর্ভসঞ্চার হলে।

ছয়. কোনো কারণে মাতৃগর্ভে শিশুর জীবন বিপন্ন হলে মাতার জীবন রক্ষার্থে।

সাত. সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য।

সুতরাং গর্ভপাতকে যারা সামাজিক অবক্ষয় বলে আখ্যায়িত করেন তারা ভুল বলেন। পৃথিবীর অনেক দেশে গর্ভপাত বৈধতাকরণের ফলে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়নি; বরং যথেষ্ট সুফল পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের দেশে নারীর গর্ভপাত বৈধকরণ করা হলে সমাজের সুফলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে– সন্দেহ নেই। ● **ইয়াসমীন রীমা**

সারাহ প্যালিনের জয়যাত্রা

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন ম্যাককেইনকে নিয়ে নানান সংশয় রয়েছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সারাহ প্যালিন উঠে যাচ্ছেন সংশয়ের উর্ধ্বে।

দুর্মুখো সমালোচকদের কাটাচেরা সত্ত্বেও নারী ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন সারাহ। দেখা যাচ্ছে, যখন ম্যাককেইন উঠছেন মঞ্চে বক্তৃতা দিতে, তখন চারদিক থেকে স্লোগান উঠছে 'সারাহ সারাহ'। সমালোচকদের মতে, সারাহ প্যালিন একদিকে নারী, অন্যদিকে আকর্ষণীয় মুখশ্রী তার বাড়তি সম্পদ। কে জানে, প্যালিনের জোরেই ম্যাককেইনের তরী তীরে ভেড়ে কি না শেষমেশ।

ই ঝৌ-এর নতুন মাধ্যম

চীনের শিল্পীরা তাদের শিল্প ঐতিহ্যের ধারাকে বহুকাল সংরক্ষণ করে এসেছেন সযত্নে। তারা এক্সপেরিমেন্টাল আর্ট-এর ব্যাপারে ছিলেন সতর্ক, পাছে তাদের এতোদিনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে- এই ভয়ে। কিন্তু আজকের চীনের তারুণ্য স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে অন্য দেশে, অন্য সমাজে। চীনা বংশোদ্ভূত তরুণ প্রজন্ম ভিন দেশি রীতির সংস্পর্শে এসে যুক্ত করেছেন শিল্প ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা। যেমন ই ঝৌ। ২৯ বছরের এই ভাস্কর নতুন মাধ্যম ব্যবহার করে সাড়া ফেলেছেন আজকের অভিনবত্বপিয়াসী তরুণদের মধ্যে। এমনিতেই চীনের তরুণ শিল্পীরা নতুন নতুন বিষয় এবং মাধ্যম উপহার দিতে উৎসুক। তাতে ই ঝৌ যুক্ত করেছেন নতুনতর উদ্যম। যদিও ই ঝৌ-এর জন্ম চীনের পূর্ব তীরবর্তী শহর হ্যাংঝুতে কিন্তু পিতা-মাতার সুবাদে তার বেড়ে ওঠা ইটালির রোম নগরীতে। সেখানে তিনি স্কুলের পর নিয়মিত অঙ্কন চর্চার জন্য ক্লাস করেছেন। এরপর লন্ডন এবং প্যারিসে তিনি রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পড়াশোনা করলেও গ্র্যাজুয়েশনের পর পুনরায় বেছে নেন আঁকাআঁকি। চলচ্চিত্র মাধ্যমে তিনি নির্মাণ করেন ম্যাকরোমিডিয়া ফ্ল্যাশ ভিডিও। স্থাপত্যে যুক্ত করেছেন নানান নতুন উপকরণ। এখন তার সময় কাটছে প্যারিস, হংকং করে। যদিও তার কাজে ইউরোপিয়ান প্রভাব লক্ষ্যণীয়, তবুও তার মতে, তিনি খাঁটি এক চীনা শিল্পী।

পোল্যান্ডে নতুন সম্ভাবনা

নিজ দেশে যখন দুর্দিন, তখন বেঁচে ওঠার ইচ্ছে নিয়ে পোলিশরা দেশ ছেড়ে গিয়ে উঠেছিলেন বৃটেনে। কয়েক বছরে এক এক করে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৩ হাজারে। কেবল স্যানিটারি মিস্ত্রি নন, নানা পেশা এবং দক্ষতার পোলিশরা নানান ক্ষেত্রে জায়গা করে নেয়ায় সচেষ্ট ছিলেন। আশানুরূপ কাজ জোটেনি। বরং এদের কারো কারো জীবন আরো দুর্বিষহ হয়েছে। এমনকি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন কয়েকটি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির ফলে পোল্যান্ড হয়ে উঠেছে নতুন সম্ভাবনার দেশ। এবারে দলে দলে পোলিশরা বৃটেন ছেড়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছেন। বৃটেনের ট্যাবলয়েড 'দ্য সান' স্বদেশ ফিরতি পোলিশদের নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছেপেছে। যদিও অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন আদৌ প্রবাস ছাড়া ঠিক হবে কি না, তবুও বেশ বড় সংখ্যক দেশে ফিরছেন হাসিমুখে।